কালের কণ্ঠ

তারিখ ...17 JUN 2016
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

মেধাতালিকা প্রকাশ

একাদশে ভর্তি কাল থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পছন্দের কলেজে ভর্তির মেধাক্রম ও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মেধাক্রম অনুসারে আগামীকাল শনিবার থেকে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি শুরু হবে।

এসএসসি উত্তীর্ণ ৯ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী পছন্দের কলেজে ভর্তির জন্য মেধাক্রমে স্থান পেয়েছে। আর অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা তিন লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য ২৫ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পছন্দের কলেজে আসন খালি হওয়া সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ পাবে তারা। কোন কলেজে সুযোগ মিলছে তা খুঁজতে গিয়ে তাদের কিছুটা দুর্ভোগে পড়তে হতে পারে।

ঝরে পড়েছে ১ লাখ ৫৪ হাজার

৭ লাখ আসন ফাঁকা

৪৮ প্রতিষ্ঠানে আবেদন নেই

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি আবেদনের ফল প্রকাশ করেন। দুপুর দেড়টার পর থেকে www.xiclassadmission.gov.bd ওয়েবসাইটে এবং আবেদনকারী শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়ে ফল জানিয়ে দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩ লাখ এক হাজার ৯৯ জন কলেজে ভর্তি হতে আবেদন করে। এই হিসাবে এসএসসি উত্তীর্ণ এক লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৬ জন এবার কলেজে ভর্তির আবেদন করেনি।

এবার ৯ হাজার ৮৫টি কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। কিন্তু ৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোনো আবেদন পড়েনি। এর মধ্যে কারিগরি বোর্ডে ৩৬, মাদ্রাসা বোর্ডে ১০ এবং ঢাকা ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে একটি করে কলেজ রয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে একাদশে ভর্তিতে এবার ২১ লাখ ১৪ হাজার ২৬৫টি আসন রয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাত লাখ আসন এবার ফাঁকা থাকবে। সবাই তার পছন্দের কলেজ নাও পেতে পারে। তবে আসনের জন্য কেউ ভর্তি হতে পারবে না—এমনটা হবে না।

অনলাইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০টি এবং এসএমএসের মাধ্যমে আরো ১০টিসহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠানে আবেদনের সুযোগ ছিল এবার। এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মেধাক্রম কিংবা অপেক্ষমাণ তালিকায় তার অবস্থান দেখানো হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থী কোনো কলেজে ভর্তির পরও পছন্দের কোনো কলেজে আসন ফাঁকা পেলে সেখানে ভর্তির সুযোগ পাবে বলে জানানো হয়েছে।

নীতিমালা অনুযায়ী, ১৮ থেকে ২২ জুনের মধ্যে মেধাক্রমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তি হতে হবে। আসন খালি হওয়া সাপেক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ২৫ থেকে ২৭ জুন এবং ২৮ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। বিলম্ব ফিসহ ভর্তি হওয়া যাবে আগামী ১০ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত। একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই।

২০১৪ সাল থেকে কলেজে অনলাইন ভর্তি শুরু হয়েছে। প্রথমবার বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে হলেও গত বছর সব প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তি করাতে গিয়ে কারিগরি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে এবার এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থীর আবেদন না করা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কিছু শিক্ষার্থী বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে পড়ে, এটা বাস্তবতা। চাকরি, বিয়েসহ নানা কারণে এরা ঝরে পড়ে। তবে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পড়ার জন্য প্রায় এক লাখ আবেদন পড়েছে। ঝরে পড়া যাদের বলা হচ্ছে তাদের অনেকেই সেখানে আবেদন করেছে বলে আশা করছি।'

ভর্তির আবেদনকারীদের এসএমএসে একটি পিন নম্বর দেওয়া হয়েছে, ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য এটি সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। প্রতিজন শিক্ষার্থীকে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনলাইনে তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ ফল দেখুন kalerkantho.com-এ।